রেজিষ্টার নং ৩৫ | Registered No 35 | রেজিষ্টার নং ৩৫

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬॥০, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৩৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ২।৵০, ডাক মাশুল ।৵০আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮॥০, ডাক মাশুল ১॥০টাক
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পঁক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা।

৭ম ভাগ | কলিকাতাঃ—২৫সে বৈশাখ বৃহস্পতিবার, সন ১২৮১ সাল। ইং ৭ ইমে এপ্রেল ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। | ১৩ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা
বহুবাজার ষ্টিট নং ৯২
শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার প্রিজারভার।

নিয়ম মত কিছু দিন ব্যবহার করিলে যুবা ও মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি দিগের আর শুক্লবর্ণ চুল থাকিবেনা। চুল ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্ম প্রকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

ইহার প্রতি শিশিরের মূল্য ১ টাকা। ডাক মাশুল ইত্যাদি ॥০ আনা।

হেয়ার প্রিজারভার, হিমসাগর তৈল ও কুষ্ঠ রোগের তৈল, সুবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় মঞ্জন, (tooth powder) কলেরা ক্যাম্ফার নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া যায়।

বহুবাজার ৯২ নম্বরের বাটী ওরিয়েণ্টল এপথিক্যারিশ হল, দাস সরকার এণ্ড কোম্পানির নিকট ও কালেজ স্কয়ার ১৪ নম্বরের বাটী এবং ৫৫নং কালেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
কুষ্ঠ রোগের তৈল।

মূল্য আট উনস (এক পোয়া) শিশি ২ টাকা ডাক মাশুল ইত্যাদি ৸০।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
সুবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় মঞ্জন (Tooth powder)
মূল্য প্রতি ২ তোলা ডিবে ।০ আনা ডাক মাশুল ইত্যাদি প্রতি ৪ ডিবে প্রতি ।/০ আনা।

ব্যায়াম শিক্ষা।
প্রথম ভাগ।

মূল্য ।০ আনা। সংস্কৃত ডিপজিটারি ৫৫ নং কলেজ ষ্টিট ক্যানিং লাইব্রেরি ৯২ নং বহু বাজারে প্রাপ্তব্য।

বাড়ী বিক্রী।

বলীটোলার গোবর্দ্ধন দাসের লেনের ৩৩৪ নং বাটী বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। যে কোন গৃহস্থ সপরিবারে উহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন। উহা সম্পূর্ণ নূতন। যাহাদের ইহা ক্রয় করিবার ইচ্ছা থাকে তাঁহারা বাগবাজার, আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলির শ্রীযুত আনন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনুসন্ধান করিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বরিশাল লোন আফিস লিমিটেড। মূল ধন ২০০০০ টাকা, প্রতি অংশের মূল্য ২৫ টাকা, ৩০০ অংশ বিক্রয় অবশিষ্ট আছে যাহার ইচ্ছা ক্রয় করিতে পারেন।

শ্রীপ্যারীলাল রায় বি, এল
৫ ই বৈশাখ ১২৮১। মেনেজিং ডিরেকটর

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের
শব্দ কল্পদ্রুম।
দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল /০ আনা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবেক। দেবনাগরাক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবেক।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং,
কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী।

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.
বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩॥০ টাকা মায় ডাকমাশুল।
বি,এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ।

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোঁথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১॥০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১॥০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে। ১৩

উদাসিনী গীতিকাব্য।

মুল্য ১ টাকা ডাক মাসুল ৵০ আনা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে, অমৃত বাজার পত্রিকা আপিসে ও ৫৫ নং আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীযুত বাবু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রাপ্তব্য।

স্বর্ণলতা নাটক।

কম্বুলিয়াটোলা করেরমাট ২নং ভবনে আমার নিকটে, বাগবাজার ষ্ট্রীট ৩৫নং জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় দূত পত্রিকা আফিসে, সংস্কৃত ডিপোজিটারিতে এবং গরানহাটা ৩৩৫ নং নেপাল চন্দ্র মিত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইবেক। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল /০ আনা।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (৩)

বিজ্ঞাপন।
বৃহন্নলা নাটক।
শ্রীমদনমোহন মিত্র প্রণীত।
মূল্য আট আনা।
৫৫নং আম্‌হর্ষ্ট ষ্ট্রিট, বাল্মীকি যন্ত্রে ও অমৃত বাজার পত্রিকা অফিসে পাওয়া যায়।

IN THE PRESS AND WILL BE SOON READY.
HELPS TO ENGLISH COMPOSITION.
Second Edition.

The rapid sale of the first edition and the introduction of it as a text book in all the important schools in Calcutta, have induced the author to issue a second edition to meet the demand in the Muffusil.

55, College Street. J. C. Banerjee
Calcutta, Manager, Canning Library

আমিতো' উন্মাদিনী।
নাটক।

মুল্য ।৵০ ছয় আনা। ডাকমাশুল / এক আনা অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে, পাবনার অন্তর্গত চাটমোহর হরিপুর শ্রীযুক্ত বাবু হরি নাথ বিশ্বাসের নিকট এবং বোয়ালিয়ায় শ্রীযুক্ত বাবু হরি কুমার রায়ের নিকট প্রাপ্তব্য।

ঐতিহাসিক রহস্য।
প্রথম ভাগ।
শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

কলিকাতা বহুবাজার ষ্টিট ২৪৯ নং ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে প্রাপ্য। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

This work is dedicated to Professor Max Muller.

সুরেন্দ্র নাথের মকর্দ্দমার শেষ।

নেটিব সিবিলিয়ান বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মকর্দ্দমার শেষ বিচার হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে বরতরফ করা হইয়াছে। লর্ড নর্থব্রুক আমাদের গবর্ণর জেনারেল, লর্ড সালিসবারী আমাদের ষ্টেট সেক্রেটারী, ইঁহাদের সময়ে এরূপ ঘটনা হইবে আমরা আশা করিয়া ছিলাম না। সুরেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে যে কয়েকটী অভিযোগ আনা হয় তাহার একটিও সপ্রমাণ হয় না, বরং গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় সাক্ষীগণ দ্বারা প্রকাশ পায় যে সুরেন্দ্র বাবু একটি আমলার চক্রান্তে পড়িয়া গোলে পড়েন। সুরেন্দ্র বাবু যে দোষে কর্ম্মচ্যুত হইলেন শত শত ইংরেজ সিবিলিয়ান ইহা অপেক্ষা অনেকাংশে গুরুতর অপরাধে দোষী হইয়াও নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। কিন্তু যদিও ইংরেজী আইনে বর্ণ ভেদ নাই, কিন্তু ইংরেজী আইন প্রয়োগকারীদের নিকট শ্বেত ও কাল বর্ণে বিশেষ তারতম্য আছে। সিবিল সর্ব্বিশটি ইংরেজদের পৈতৃক সম্পত্তি, উহাতে কেহ হাত বাড়াইলে তাহাদের মর্ম্মান্তিক বেদনা লাগে। 'একটি উপমা' শীর্ষক প্রস্তাবে শিক্ষা দর্পণ সম্পাদক লিখিয়া ছিলেন, 'বিড়াল পাতের কোলে বসুক, মেউ মেউ করুক, কাঁটা কুঁটি খাউক, কিন্তু সিবিল সর্ব্বিসে হাত বাড়াইলে অমনি চপটাঘাত।' এই সিবিল সর্ব্বিসে ঘৃণেয় বাঙ্গালী প্রবেশ করিয়াছে, এটি মনে করিলে ইংরেজদের হৃদয়ে বড় বেদনা লাগে। ১৮৫৪ অব্দের পূর্ব্বে সিবিল সর্ব্বিসের কর্ম্ম গুলি ডাইরেক্টারদিগের নিজ হাতে ছিল, তাহারা অনুগ্রহ করিয়া যাহাকে দিতেন তিনিই পাইতেন। উক্ত সালে আমাদের কুগ্রহ বশতঃ ইংরেজেরা উদারচিত্ত হইলেন এবং সরবিসের দ্বার সর্ব্ব সাধারণের নিমিত্ত উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। ১৮৫৮ অব্দে সিবিল সারবিস কমিসনারগণ পরীক্ষা তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমে উচ্চ বয়স ২৩, ১৮৫৯ অব্দে ২৪, এবং ১৮৬৪ অব্দে ২১ বৎসর নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৬৪ অব্দে আর একটি পরিবর্ত্তন হয়। দ্বিতীয় পরীক্ষাটী অগ্রে এইখানে হইত, কিন্তু উক্ত সালে নির্দ্ধারিত হইল যে প্রথম পরীক্ষার পরে দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া পরীক্ষা দিতে হইবে।

যখন ১৮৬৩ অব্দে বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন তখন ইংরেজেরা চমকিয়া উঠিলেন। এত অল্প বয়সে দশ হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া, দুস্তর সাগর পার হইয়া, দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ও সামাজিক শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদের দেশে যাইয়া তাঁহাদের ভাষায়, তাঁহাদের শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়া যে বাঙ্গালী শতাধিক ইংরেজকে পরীক্ষায় পরাজয় করিবে ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ভাবিলে আর ১৮৫৪ অব্দে অত উদার হইতেন না। অমনি সার সার বনিয়া গেল, উচ্চ বয়স ২২ হইতে ২১ হইল, সংস্কৃতের নম্বর কমিয়া গেল ও বাবু মনোমোহন বহিষ্কৃত হইলেন। ক্রমে কয়েক বৎসর অতীত হইল, ক্রমে ইংরাজেরা ১৮৬৩ অব্দের কথা ভুলিতে লাগিলেন, তাহাদের মর্ম্মভেদী ক্ষত শুকাইতে লাগিল। কিন্তু বাঙ্গালীর কি কুগ্রহ! আবার ১৮৬৯ অব্দে একেবারে চারি জন পাস হইলেন। রমেশ বাবু যদিও তৃতীয় হন তথাপি প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে তাঁহাকেই সর্ব্ব প্রথম বলিতে হয়। যিনি সর্ব্বোচ্চ নম্বর পান তিনি নয়টি বিষয় এবং রমেশ বাবু ছয়টি বিষয় লয়েন। ইহা অপেক্ষা মর্ম্মান্তিক আঘাত আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা আর বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য কি হইতে পারে? ১৮৬৭ অব্দ হইতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০০ পর্য্যন্ত হইয়াছে। আর কোন কারণেই না হউক শুদ্ধ এই নিমিত্ত এ দেশীয়দের পক্ষে ক্রমে সিবিল সরবিসের দ্বার রুদ্ধ হইতেছে। এখান হইতে এক জন এতদ্দেশীয় ইংলণ্ডে পরীক্ষা দিতে গেলেন, আর গ্রেট ব্রিটেন হইতে পাঁচ শত জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইলেন, যদি উভয় জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, সুবিধা ঠিক সমান হয় আর যদি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মোটে চল্লিশ জনকে বাছিয়া লওয়া হয়, তবে এতদ্দেশীয় ছাত্রটির কৃতকার্য্য হওয়া অপেক্ষা অকৃতকার্য্য হওয়ার ৪৬০ গুণ সম্ভব। কিন্তু যদি উভয় জাতির সুবিধা অসুবিধা ধরা যায় তবে বাঙ্গালীর আদপে উত্তীর্ণ হওয়াই এক রূপ অসম্ভব। ইহা সত্বেও রমেশ বাবুদের পর আর দুই জন কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই আমাদের আর দুইটি দুর্ভাগ্য।

যখন রমেশ বাবু প্রভৃতি চারি জন উত্তীর্ণ হইলেন তখন আমাদের ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারী ডিউক অব আরগাইল সাহেব তাড়া তাড়ি ষ্টেট-স্কলারসিপটি উঠাইয়া দিলেন। যদি রমেশ বাবু প্রভৃতি উত্তীর্ণ না হইতেন তবে হয়ত এ বৃত্তি গুলি উঠিয়া যাইত না কিন্তু ষ্টেট স্কলারসিপটি উঠানেও সন্তুষ্ট না হইয়া এ দেশে যাহাতে উচ্চ শিক্ষা উঠিয়া যায় ডিউক সাহেব তাহারই যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্যাম্বেল সাহেব ডিউক অব্ আরগাইলের কুটুম্ব ও অনুগত ব্যক্তি, তিনিও তাঁহার এই রাজনীতি এ দেশে বিলক্ষণ রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা করেন এবং কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের ইহাতেও মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই। যাহাতে এ দেশীয়গণ আর কখন সিবিল সার্ব্বিসে প্রবেশ করিতে না পারে তাহারা তাহারই সংকল্প করিতেছেন। দুর্ভাগ্য সুরেন্দ্র নাথকে এই নিমিত্ত বাছিয়া লওয়া হইয়াছে এবং হয়ত বৎসর না ফিরিতেই আমরা গবর্ণমেণ্টের এই আদেশ শুনিতে পাইব যে বাঙ্গালীদের নীতি জ্ঞান নাই, সুরেন্দ্রনাথ তাহার জীবন্ত উদাহরণ এবং এই অবধি বাঙ্গালীরা আর সিবিল সারবিসে প্রবেশ করিতে পারিবেনা।

শুনা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট সুরেন্দ্র নাথকে মাসে মাসে ৫০ টাকা পেন্সন স্বরূপ দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এটি পাঠকরিয়া আমাদের সেকেলে প্রবাদটি মনে হইল "গরু মেরে জুত দান।"

দুর্ভিক্ষ।

আমরা দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত ষষ্ঠ দশ বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে ১৬ই এপ্রেল হইতে ৩০এ এপ্রেলের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পক্ষে বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই ভয়ানক রৌদ্র পড়িয়াছে, অথচ এই সময় সচরাচর যে রূপ বৃষ্টি হইয়া থাকে তাহা হয় নাই। বাঁকুড়া, যশোর, নদিয়া, মুরসিদাবাদ ও রংপুরে অল্প জল হইয়াছে বটে, কিন্তু আরো বৃষ্টি আবশ্যক। ২৬এ এপ্রেল পর্য্যন্ত বেহারে বিন্দুপাত হয় না, ও সেখানকার নদী, পুষ্করণী ও পাতকুয়া সমুদায় শুকাইয়া যাওয়াতে ভয়ানক জল কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ২৭এ এপ্রেল তারে সংবাদ আসিয়াছে যে মজফাপুর ও দরভাঙ্গায় দুই ইঞ্চের উপর জল হইয়া গিয়াছে এবং পুর্ণিয়া ও মুরসিদাবাদেও প্রচুর পরিমাণে জল হইয়াছে। সম্ভবতঃ অন্যান্য জেলায়ও ঐ তারিখে বৃষ্টি পতিত হইয়া থাকিবে। প্রায় সর্ব্বত্রই চাউলের দর এক রকমই কি কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। দিনাজপুরে নয় সের ও রংপুরে আট সের চাউল বিক্রয় হইতেছে। ক্ষেত্রে বোনা ধান্য, চিনা ও কলাই ভিন্ন আর কোন শস্য নাই। কিন্তু বৃষ্টি অভাবে ইহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে। আর দুই চারি দিনের মধ্যে বৃষ্টি হইলে চিনা হইতে পারে ও উহা দ্বারা বেহারের লোকের অনেক কষ্ট দূর হওয়ার সম্ভাবনা। গঙ্গার দক্ষিণ ধারে প্রচুর পরিমাণে শস্যের আমদানি হইতেছে। এদিকে উত্তম মোওয়া হইয়াছে এবং বাসন্তিক শস্যও মন্দ হয় নাই। কিন্তু গঙ্গার উত্তর ধারে নিয়ম মত চাউল যোগান হইতেছে না। দরভাঙ্গায় আদপে চাউল নাই, সীতামারীতে যৎ কিঞ্চিৎ আছে এবং মধুবেনিতে টাকায় সাত আট সের চাউল বিক্রি হইতেছে। চাম্পারণেও বাজারে চাউলের আমদানি নাই। সারণে মহাজনেরা পরিশ্রম করিয়া যথেষ্ট চাউলের আমদানি করিতেছে। উত্তর ভাগলপুরের সর্ব্বত্রই চাউল পাওয়া যাইতেছে, কেবল সুপল সব ডিবিসনে শস্য অগ্নি মুল্য হইয়া উঠিয়াছে। পুর্ণিয়ায় সদর ষ্টেসন ও ফেনগ্রায় তত চাউলের আমদানি হইতেছে না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখানে শস্য লইয়া যাইতেছেন বলিয়া মহাজনেরা আপাততঃ ব্যবসায়ে ক্ষান্ত দিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের শস্য লওয়া শেষ হইলে তাহারা পুনরায় চাউল আমদানি করিবে। দিনাজপুর, মালদহা ও রাজসাহীতেও চাউলের তত বেশী আমদানি হইতেছে না। রংপুর ও দিনাজপুরের পশ্চিম দিকে মহাজনেরা চাউল আমদানি করা একেবারে বন্ধ করিয়াছে। স্থানীয় বাণিজ্য এরূপ বন্ধ হইয়া যাইবার কারণ কিছু নির্দ্দেশ হয় নাই। কেহ২ অনুমান করেন যে গবর্ণমেণ্ট সমুদায় গরুর গাড়ী নিজ ব্যবহারে নিয়োগ করাতে মহাজনের ব্যবসায়ে ক্ষান্ত দেয়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট গরুর গাড়ী ছাড়িয়া দিলেও কাহাকে চাউল আমদানি করিতে দেখা যায় না। ইহাতে বোধ হয় যে রংপুরে আদপে চাউল মজুত নাই। গবর্ণমেণ্ট গোলা খুলিয়া দেওয়াতে এখানকার আপামর সাধারণ সকলেই গবর্ণমেণ্টের চাউল খরিদ করিতেছে।

পূর্ব্বাপেক্ষা লোকের অবস্থা মন্দ হয় নাই। "ভীষণ" দুর্ভিক্ষ কোথাও দেখা যায় না। তবে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য না করিলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইত তাহার সন্দেহ নাই। সার রিচার্ড টেম্পল উত্তর ত্রিহুত পরিভ্রমণ করিয়া এই রূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে যেরূপ যোগাড় করা হইয়াছে তাহাতে দরভাঙ্গা সবডিবিসনে

দুর্ভিক্ষ হইবে না। তবে এখানে লোকের কি পরিমাণ কষ্ট হইয়াছে সে সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। মধুবেণীতে অদ্যাবধি গুরুতর কষ্ট উপস্থিত হয় নাই, অথচ এখানকার সমুদায় শস্য নষ্ট হইয়া যায়। অন্যান্য স্থানে বিশেষ কষ্টহইয়াছে। কোথাও২ টাকা দিয়াও শস্য পাওয়া যায় না। বিস্তর লোক গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইতে আসিতেছে এবং গবর্ণমেণ্টের চাউলও অনেকে কিনিতেছে। গবর্ণমেণ্টের যে শস্য মজুত আছে তাহাতে মহাজনেরা চাউলের আমদানি না করিলেও লোকে অনাহারে মারা পড়িবে না। বেহারে মনুষ্য কিম্বা গরুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন ঘটে নাই।

দিনাজপুরে যত দূর আশংকা করা গিয়াছিল তত কষ্ট হয় নাই। বৃষ্টি হওয়ায় আশা করা যাইতেছে যে লোকের কষ্ট সত্বরই দূর হইবে। রংপুরের অবস্থা মন্দ এবং বগুড়া ও মালদহার অবস্থা আরো মন্দ।

জুরির বিচার।

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লেঃ গবর্ণর বিডন সাহেব প্রথমে মফস্বলের বিচারালয়ে জুরি প্রণালীর অবতারণা করেন। কিন্তু সেসন বিচারের ভার এ দেশীয়দের হস্তে ন্যস্ত করা অধিকাংশ ইংরেজদের নিকট অপ্রীতিকর, সুতরাং বিডন সাহেব কর্ত্তৃক সেসন প্রণালীর সৃষ্টি অবধি তাহারা প্রায় সকলেই ইহাতে বাধা দেন এবং এক বৎসর অতীত হইয়া গেলে অনেক কমিসনার ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু বিডন সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ কালে লিখিয়া রাখিয়া যান যে তাঁহার মতে জুরিরা উত্তম কাজ করিয়াছে। বিডন সাহেব চলিয়া গেলে আবার অনেকে আপত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবশেষে নূতন ফৌজদারী আইন হইয়া তাহাদের মনস্কামনা এক রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। মফস্বলে এখন জুরীরা সাক্ষী গোপল স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং জজ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু এক্ষণ রাজধানী সকলেও জুরীরা তাহাদের পূর্ব্ব ক্ষমতাচ্যুত হইতেছেন। এই রূপ প্রস্তাব হইতেছে যে বার জনের স্থলে রাজধানী সকলে ৯ জন জুরি নির্ব্বাচিত হইবেন এবং জুরিদের মতের সঙ্গে যদি জজের মত না মিলে তবে জজের মতই প্রবল থাকিবে।

গুরুতর অপরাধীগণের দণ্ড বিধানে হস্ত থাকা রাজ্যের মধ্যে নিতান্ত সামান্য ক্ষমতা নহে। এ দেশীয়দিগকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিলে ইংরেজেরা বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশীয়গণকে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখিলে আমরা প্রকৃত বিস্ময়াবিষ্ট হই। ইহাদের জুরির বিচারের উপর বিরক্ত হইবার প্রধান কারণ বোধ হয় কসাইটোলা জুরি। কসাইটোলা জুরির ঘোর অখ্যাতি। ইংরাজ অপরাধী হইলে প্রায়ই তাহারা ছাড়িয়া দেন, ইহাতে অনেকের মনে বিশ্বাস হইতে পারে যে এদেশীয়েরা জুরী হইলে তাহারা অপরাধীগণকে ঐ রূপ মুক্ত করিবেন। কিন্তু কসাইটোলা জুরী ও এ দেশীয় জুরি সমান নয়। বিদেশে, স্বদেশীয়েদের সহিত অধিক প্রণয় হয়, এই নিমিত্ত এখানে ইংরেজে ইংরেজে, বাঙ্গালী বাঙ্গালী অপেক্ষা অধিক সম্প্রীতি। ইংরাজেরা এ দেশ অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং এ দেশে আইলে তাহাদের একটু অহংকারের বৃদ্ধি পায় ও এদেশীয়গণের প্রতি একটা ঘৃণা উপস্থিত হয়। এ দেশীয়গণের অভিযোগে যদি কোন ইংরাজ দণ্ড পায় তবে তাহাদের মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগে। শুদ্ধ তাহাও নয়, এরূপ অবস্থায় ইংরেজ দণ্ড পাইলে দেশীয়দিগের প্রশ্রয় বাড়িবার সম্ভাবনা। এ সমুদয় বিবেচনার সহিত যদি আরো বিবেচনা করা যায় যে কসাইটোলা জুরির মধ্যে সকলে ঠিক ভদ্র লোক নহেন তাহা হইলে বুঝা যাইতে পারে কেন তাহাদের এত অখ্যাতি হইল ও বাঙ্গালী জুরিদের সেরূপ অখ্যাতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ জুরিরা যদি স্বার্থপর হইয়া বিচার করেন তবে সে জুরি প্রণালীর দোষ নহে, জুরি নিয়োগের দোষ। জুরি নির্ব্বাচনের সময় একটু মনোযোগী হইলে এটি নিবারণ করা যাইতে পারে। দশ জন দোষী মুক্তি লাভ করে সেও ভাল তবু এক জন নির্দ্দোষী যেন দণ্ডিত না হয় ইংরেজী দণ্ড বিধি আইনের এই বাক্যটিতে যদি কিছু মাত্র সার থাকে তবে জুরির বিচারের বিরুদ্ধে হস্ত ক্ষেপ করা আর সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করা সমান কথা। সিবিলিয়ান রাজ কর্ম্মচারীগণ ক্রমাগত দণ্ড বিধান করিয়া২ তাহাদের স্বভাব এরূপ বিকৃত হইয়া যায় যে অনেকের আসামীদিগকে শাস্তি দেওয়া নেশার স্বরূপ হইয়া পড়ে। ক্রমাগত বদমাইস লোকের সঙ্গে সমাগম দ্বারা মনুষ্যের উপর স্বভাবতঃ তাহাদের ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে না, এবং যে সমুদায় মনুষ্যের মন ও হৃদয়ের ভাব এই রূপ তাহাদের নিকট বিচার হওয়া এবং যে বিচারে প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত হয় যুক্তি সংগত বোধ হয় না। যাহাতে সাধারণ শান্তি ভঙ্গ হয় এরূপ কোন কার্য্যকে যদি অপরাধ বলা যায় তবে অপরাধ গ্রস্থ আসামী গণের বিচার স্বভাবতঃ দশ জনের কাছে হওয়াই কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে দণ্ড বিধান এই রূপে হইয়া থাকে। যদি সাধারণ্যে কোন ব্যক্তিকে নিরপরাধী বিবেচনা করে তবে তাহাকে জজই অপরাধী বলুন, পেনাল কোডেই দোষী সাব্যস্ত করুক, সে কখনই দণ্ডের যোগ্য হইতে পারে না। আমরা এরূপ অনেক গুলি মকর্দ্দমা দেখাইতে পারি যাহাতে জুরি দ্বারা বিচার না হইলে নির্দ্দোষী ব্যক্তি অনর্থক দণ্ড গ্রস্থ হইত এবং এরূপও শত শত মকর্দ্দমা দেখান যাইতে পারে যে জুরি না থাকাতে নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণ শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ একটি উদাহরণও যদি পাওয়া যায় তবু জুরি বিচারের সহস্র অপরাধ ক্ষমা করা যাইতে পারে, কিন্তু দেশীয় জুরিগণের অবিচারের কথা অতি অল্প শুনা যায় এবং তাহাও আবার অনেক সময় ইংরেজদের মুখে।

রঙ্গপুরের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ—

এখানে প্রকৃত দুর্ভিক্ষ হইতে আর বাকীনাই। সামান্য চাউল টাকায় ৫।৬ সের করিয়া বিক্রয় হইতেছে। অন্যান্য দ্রব্যাদিও তদ্রূপ দুর্ম্মূল্য। ভদ্র, অভদ্র, ইতর, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোকেরই ঘোরতর কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। ইতর শ্রেণীর কষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট ও জমীদারেরা বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগ্য মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারদিগের মান, সম্ভ্রম ও জীবন রক্ষার জন্য কেহই কোন যত্ন করিতেছেন না। নিরুপায় ভদ্র পরিবারদিগের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। দয়াবান গবর্ণমেণ্ট! এবং সহৃদয় জমীদারগণ! আপনারা সদয় ও অনুকূল চক্ষে একবার এই হতভাগ্য দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। নতুবা অবিলম্বে উহাদের শোচনীয় উচ্ছেদ্দশা দেখিয়া আপনাদের হৃদয় একান্ত ব্যথিত হইবে।

এই স্থলে কুণ্ডী পরগণার জমীদারদিগের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কুণ্ডী পরগণা একটী অতি সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বংশ সম্ভূত কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারের বাস স্থান। ইঁহারা অনেক দিনকার জমীদার, এবং পূর্ব্বে ইঁহাদের জমীদারীর আয়ও নিতান্ত অল্প ছিল না। কিন্তু পুরুষানুক্রমে ক্রমে ক্রমে উহা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া যাওয়াতে এখন আর কাহার অবস্থা সেরূপ স্বচ্ছন্দ বা সুখের নহে, অথচ অনাড়ম্বরে অনেক রূপ সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান ইহাদের পুরুষ পরম্পরা গত চিরন্তন রীতি। উপস্থিত দুর্ভিক্ষ ইহারা সকলে এক বাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে ফতেপুর নামক স্থানে একটী অন্ন ছত্র খুলিয়া প্রতি দিন ২।৩ শত লোকের আহার যোগাইতেছেন। প্রতিবেশী হীনাবস্থা দুঃস্থ ভদ্র পরিবারদিগকে অর্থ ও আহারীয় দ্রব্যাদি দ্বারা বিস্তর সাহায্য করিতেছেন, এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে অকাতরে অর্থ লইয়া আপন আপন অধিকারের প্রজাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছেন। এই রূপে তাঁহাদের যত দূর সাধ্য লোক রক্ষার জন্য যত্নের ত্রুটী করিতেছেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত করিয়াও তাঁহারা দয়াবান গবর্ণমেণ্টের দয়ার পাত্র হইলেন না। এই দুর্ভিক্ষে রংপুরের অনেক নামজাদা পেট মোটা জমিদার যাহারা স্বার্থের জন্য ধর্ম্ম ও যশের জন্য পুণ্য কার্য্য করেন, যাহারা সাহেবদিগের নিকট সরফরাজ থাকিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র, কিন্তু নীলের দাদন ভিন্ন অন্য রূপে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের সাহায্য করিতে জানেন না। গত চৈত্র কিস্তিতে তাঁহাদের মধ্যেই অনেকে অনেক টাকা খাজানা মহকুপ পেলেন, কিন্তু কুণ্ডী পরগণার নিঃস্বার্থ গরিব জমিদারদিগকে খাজনা মাপ দেওয়া দূরে থাকুক, ঐ খাজনা দাখিল করিবার সময় তাহাদিগের নিকট হইতে কম ওজন বাট্টা বলিয়া প্রতি শতকরায় যে।০ আনা করিয়া অন্যায় পূর্ব্বক লওয়া হয়. (যাহার বিষয় ইতঃপূর্ব্বে আপনার পত্রিকায় একবার লিখিত হইয়াছিল, এবং যাহার ইংরেজী অনুবাদ গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টেও উঠিয়াছিল) সেই সামান্য অত্যাচারটী হইতেও কালেক্টর সাহেব এ পর্য্যন্ত উক্ত বেচারাদের নির্ম্মুক্ত করিলেন না। ইহা নিতান্তই ক্ষোভের বিষয়।

আমরা টেলিগ্রাম পাঠে অপরিমেয় আনন্দ অনুভব করিলাম যে ভারতবন্ধু ফসেট সাহেব পুনরায় পারলিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিয়াছেন।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA—THURSDAY 7th *May* 1874,

Bankipore, 30th April, 1874. Dear Editor—I have not written to you for some days, because our station has become dull of news since our Commissioner has gone into the interior of Tirhoot to meet His Honor the Lieutenant Governor, I believe, finally to decide, what steps are now necessary to be taken to contend with the *ghost* of the famine, as people say the real famine itself is pretty out of the way. But as the month expires today, it is meet that I should give you some scrapes of news. The most important amongst them is the advent of native doctors from all parts of the world—the continent or the peninsula, I mean India, from all sorts of service viz. military, civil and others, of course the best and the most skilful hands have been drained off. These men like their forerunners Tussildars and Dy. Magistrates have been accommodated nowhere but under shades of Banian trees. They are now in course of distribution to the several relief centres, it is feared that, although there have not been many deaths direct from starvation and what few there have been the police took good care to conceal them, people will suffer by hundreds from Diarrhoea and Dysentry as the natural consequence of scarcity, they living chiefly upon *Mokie* and other extraneous food for the last two months when rice was not within their easy reach, Government absolutely refusing so long to allow its own rice to be sold to them! I hear Government has at last now decided, when there is no more place to store in to sell its rice through the medium of *Baniahs* the collateral accessaries for creating the famine.

It is generally believed that the prevalent diseases; such as Diarrhœa and Dysentry will be beyond the reach of human skill and people must die by thousands in the afflicted tracts and as such we are anxiously looking out for the advent of *undertakers and Moodafuruses* to infest this city on their way to the relief centres. These men will form the last of the series in bringing the relief operations to a close. May God spare their toils!

Bye the by the Bengallee contractor of N. W. P. must be a wonderful man. Day before yesterday I saw camels passing through our city which I was told were all his sendings. The municipal overseer had complained against the Camel Chowdhory that all the trees on the roadside have been stripped of their foilage, that the Magistrate winked his eye and said "oh! never mind, the leaves will grow again but the camels could not be brought to life again if they once die for want of fodder." Would you believe, that as I took the greatest care to watch over his doings and I took my seat in the down passengers train to see how many of these beautiful creatures, were on the way, although I missed counting them I saw their continuous string extending from Bankipore to Futwah no less than a space of 13 miles. I saw also especial full trains one after another of bullocks, mules and donkeys, not monkeys as your devils would have it, passing through our station all these added to the enormous number of carts that have been coming here for the last few days from N. W. Provinces are unmistakeable signs of the energy and foresight with which Sir Richard Temple had grappled the transport subject in time. People no doubt would wonder why such heavy means of transport are brought into the field now so late when their use is perhaps no longer required, the Railway train from opposite Burrh to Durbhanga being complete is expected to do the needful, but every reasonable person should remember that these were arranged for as a reserve means to tide over contigencies; supposing the Railway was not ready, supposing the contractors had broken down, supposing the famine had broken in all its horrors, what then, would not then, these reserve of cattle and carts been of inestimable service. Thank God the famine has been or is about to be averted, we should not be sorry if money is lost in taking precautionary measures to meet it in all its aspects.

The market bill has received the assent of the Viceroy.

One Bradley under examination in the Alipore Magistrate's Court stated: "I never struck any one in my life, no, *not even a native*."

The *Englishman* advises the Judge of Rungpore Mr. Levein to prosecute all parties concerned, meaning of course this Journal and the Pleaders who filed the affidavit, for libel. Well, the die is cast and there is no retreat, the rash act is done and they must remain prepared for serious consequences either this or that way. If they can prove their charge Mr. Levein will be—transferred, but if the charge falls to the ground "the learned gentlemen" of Rungpore, all of them, will find a very small snug room, prepared under Campbell's plan and where they will have to stay for sometime, about a year or two. The matter is one of life and death and we never could persuade ourselves to believe that "Bengallee Babus" could so combine and that in a matter of danger. Rungpore has done an act the like of which was never heard in the annals of Bengal! The Hon'ble Louis Jackson is going to hold an inquiry on the spot.

Dacca is trying to introduce the elective system. We congratulate Dacca on its pluck and patriotism and we hope her example will rouse such lifeless Towns as Burdwan and Berhampore. Burdwan frequently complains of her municipal institutions, but she shews no signs of making an attempt to relieve herself from her troubles. Rajshye is in ruins and it will take sometime before she can recover from her repeated disasters. Krishnagore has already expressed its willingness to accept the boon.

The *Patriot* makes a very important proposal. The Conservatives founded the State Scholarships which were abolished during the Government of Lord Mayo by the Duke. Now that the Conservatives have again come into power the question might be revived. We dare say if Lord Northbrook does not help us in the matter, he will not throw obstacles. The Scholarships were abolished on very queer grounds. It was said that since the Governor General was empowered to take eligible natives into the civil service without any especial examination the Government need not incur the additional expence of sending native candidates to England to compete for the Service. Five years ago the scholarships were withdrawn upon this ground and it is well known how many natives have been allowed to enter direct into the sacred circle.

The following is a summary of Sir Richard Temple's first budget, that is, of the year 1874-75:—

	Receipts	Charges
Imperial assignments	12,343,060	"
Police	59,000	4,696,000
Jail	978,000	1,790,000
Registration	500,000	350,000
Education	489,000	2,756,000
Medical	168,390	1,310,000
Printing	54,790	356,000
Miscellaneous	76,000	390,000
Public works	100,000	2,850,000
Rents	"	194,500
Repairs &c.	"	70,000
Total Rs.	14,768,240. Rs.	14,762,500

The vast number of facts collected by our Special in the famine Districts are being now supported one by one by eye witnesses. The following letters writen to all the English Dailies on this side of India were published during the course of this week. The following is from the special correspondent of the *Indian Daily News* who writes from Durbhagna:—

As far as actual famine is concerned, it will be hard to find any traces of this just now in all the parts from Barh to this. I have gone over the whole ground, not by rail, but by palkee dak, observing all the country, talking to the villagers and officers engaged on relief-works, and my experience tells me that while there is a good deal of want and scarcity, there is no actual famine.

The following is from the *Englishman*:—

One of our Tirhut correspondents comments severely on the reckless extravagance which the Bengal Government have shown in their transport arrangements in Tirhut and Champaran. The first terms made by Sir George Campbell, were, it is said, fair to all parties, and left the contractor a sufficient though not an extravagant, profit. After Sir R. Temple's visit to North Behar, it got abroad that the Government was prepared to go to any expense to expedite the transport of grain; and the natural result was a combination among the planters to dictate their own terms. These terms were, our correspondent informs us, hurriedly accepted without any enquiry or any attempt to find other parites willing to undertake the contract; while those who had already contracted for less than half these rates got their rates raised to a level with the new ones.

It is believed that, had things been gone about a little more deliberately, the cost of transport would not have much exceeded one-third of what it has actually been.

The following letter appeared in the *Pioneer*:—

One extraordinary feature of the famine appears to be its indefinite locality. It is invariably 20 miles to the North, or to the East, or away to the S. S. by East, and so on, till the compass is completely boxed; but it never appears to assume a more tangible shape than the presence of vast gang of coolies, who exhibit much the same appearance as coolies do all over the world—and who ever heard of a fat coolie? To those who have any acquaintance with this portion of India, the garbled and exaggerated accounts of the appearance of the inhabitants is a matter of ridicule. To the eye the population exhibits no symptom of distress. The natives, ever suspicious of our motives, disbelieve in our disinterested endeavors to relieve a distress which at present is in the womb of futurity, and appears contingent on the approaching rains. The famine to them appears in the shape of a means to an end and that end they are firmly convinced is Nepal. The existence of such enormous gangs of coolies on the relief works is no criterion of the distress. Light work and a high rate of pay, at a time of year when no agricultural employment is obtainable, are sufficient incentives to collect quadruple the number now employed.

The following appeared in the *Delhi Gazette*:—

Transport contractors are making a clear profit of one rupee, and in some instances more per bag. The quantities despatched being in lakhs of maunds, the profits can be easily computed. This is no exaggeration *but a fact*. Added to this Government are rendering them every assistance in seizing carts, and I am assured by a respectable European firm at Dinapore that they have not been able to carry out a private carting contract owing to the carts they had secured being seized by the police for the purpose of being made over to the Government contractors. In one instance he mentioned that his loaded carts were seized and on his making a representation to the Magistrate, I think of Hadjeepore, he was informed that secret orders from Government had been issued to seize all and every cart whether loaded or not. The consequence of all this is that private trade and enterprise are utterly paralysed. I had some coal on its way up to Mozuffepore, and after many delays in passing the bridge of boats on the Baugwuttee river, it was brought to a dead halt by a pile bridge near a place called Jeetwarpore. The consequence is that I have failed in a contract I have made to deliver, and have had to throw my coal on the bank at that place. I cannot understand why Government have adopted such foolish and expensive measures for getting grain into the so-called famine districts. A well furnished cash chest at Durbhangah with high rates offering would have set the whole country in motion, and supplies would have poured in from all directions without causing the disturbance the present high-handed system has done. Government might have made all such arrangements as tramways, bridges, &c., as famine works but for them to do what they have done, is simply absurd and ruinous; making the fortunes of about 100 persons to the detriment of the country at large.

FAMINE EXPENSES:—A contemporary calculated that the net cost to the State of the famine operations would amount to 18 crores, but it appears Lord Northbrook purposes to manage the matter with one third of that sum or 6½ crores. His Lordship thus gives an estimate:

	£.
Grain	4,000,000
Compensation to Railway for carrying grains of private traders.	450,000
For carrying Government grain.	450,000
Contractors for the transport of grain in Tirhoot.	435,750
Darbhanga Railway	200,000
Cattle and carriage bought in N. W. P.	80,000
Steam vessels	499,250
Charitable grants	250,000
Establishment	135,000
Total	6,500,000

Let it not be thought that this large sum has been or will be lost to the State. The grain which cost two-thirds of the entire sum will be sold and the expenditure thus balanced. The Government gain may not be in the shape of money but reproductive works. The entire sum of 8 lacs spent for purchasing cattle and carriages will not be lost. Then the 20 lacs spent for Darbhanga Railway; this is of course a good work for a small cost. The only sums that have been completely lost to the State are 45 lacs paid to the Railway Company for carrying Government grains; about 44 lacs to the contractors who

transported grain to Tirhoot, for steam vessels 50 lacs ; for establishment 13 and a half lacs and for charitable grants 25 lacs. Thus of the 2 crores irrecoverably lost to the state on account of the tamine, 25 lacs only have been spent for charitable purposes and almost the whole of the rest has been distributed amongst the—Europeans. The Tirhoot Planters have managed to scrape 44 lacs of which they have paid about 10 lacs to the cartsmen. The *special* establishment charges amount to 13 lacs and 50 thousand and this sum has been distributed among Lalbazar Jacks and the needy relations of big officials. The nett expences on account of the famine will not be thus above 2 to 3 millions.

The operations of the Government have been :

1st.—The purchase of food-grains and its transport to the places where it is wanted.

2nd.—The encouragement of private trade by a reduction of the rates for freight of food-grains on the railways and the suspension of tolls on roads and ferries.

3rd.—The employment of those able to labour, so that they may earn their living.

4th.—Loans of corporations and private persons for the importations of food and the employment of labour.

5th.—The provision of charitable relief.

6th.—The retail of food-grain, through local traders, in places where the supplies through ordinary channels are cut off.

One cannot but smile at the simple manner in which Government relates what it has done to encourage private trade. The reduction of the rates for freight was no doubt a very wise measure, but then the railway cars were practically monopolized by Government. And what could they do with grains which could not be removed from the railway stations for want of means of transport? It is no longer a secret that all the carts, available in the country were employed by Government. To speak of suspension of tolls and ferries is simply ridiculous after pressing all carts, and most of the pack bullocks and donkeys available in the country for Government service.

THE PROGRESS OF STRONG GOVERNMENT :—The people of India are calm, quiet, peaceful, we do not choose to say loyal because we may not prove it. So far it is certain that the name of Government acts upon them as a charm and at moments of passionate excitement that charmed name at once sobers them down. During the agrarian rising of 1860 the infuriated Bengal peasantry gave a passive resistence to the indigo-planters and submitted to be incarcerated, ruined and oppressed in every way but they never grumbled at the treatment they received from the hands of Government servants. It did not proceed from pysical weakness or timidity, for at that time they shewed no signs of weakness, and we can bear testimony to the fact that thousands voluntarily went to jail, allowed their wives and children to beg from door to door, their huts to be trampled under elephant's feet, their cattle and every other property sold, rather than submitted to handle indigo seeds again. The late Pubna rising is another instance of the innate loyalty of the people of this country. When fifty thousand men were collected in one spot with spears, swords and *lattees*, the idea to resist police never entered into their heads. The police came, commanded them to disperse and they quietly dispersed. After the sepoy war any such rising in the other provinces is simply impossible. The Parsees and Mahomedans are fighting in Bombay no doubt, but this is a class feud and they are comparatively speaking settling their disputes in a very quiet way. Such feud beyond the Indus, or such a feud in England itselt would present a very different spectacle. A peopie irrepressible may need a strong Government to keep them within proper bounds, but the people of India are a very quiet sort.

Lord Mayo came into the country as a foe, as one of its greatest enemy. Within the short space of three years he managed to raise the discontent of the people to the boiling point. It was during his Government that the 1. State scholarships were withdrawn ; 2. progress of English education checked ; 3. sedition law passed ; 4. local rating introduced ; 5. decentralization scheme introduced : 6. duty upon salt increased and 7. the New Criminal Procedure Code framed. The above were some of his acts not all, and it would appear that one mania seized him when he took the reins of Government in his hands, and that mania was to injure the interests of the people. For him to encourage the framing of the New Criminal Procedure Code was natural and we do not hold him responsible for that. But we cannot say the same of our present good Governor General. The existence of a wide spread and deep discontent in India was known in the ruling country and Lord Northbrook was commissioned to allay it. Let us see how His Lordship has fulfilled that mission. On his arrival the first thing that he said was that he was not going to meddle with the road cess and that it was a proper tax. But if His Lordship did not meddle with the road cess he abolished another contemplated local tax through village municipalities. His Lordship did nothing to repair the damages done to the cause of High education but, he arrested the further progress of destruction. His Lordship has all along managed to keep his views regarding the Criminal Procedure Code a profound secret from the public. Thus much was known that Lord Northbrook was aware of the alarm which the Code created in the minds of the people. His first action regarding this Code was to suspend it for four months. The anxious four months passed away and the Code was introduced. His Lordship oftentimes declared that if the new Code proved oppressive he would take the matter into his consideration. It was subsequently announced that the Code required amendment and this announcement infused hopes into the minds of the people. Petitions were submitted praying for a thorough amendment and the expurgation of the objectionable sections. That prayer was not heard on the ground that if those sections proved really oppressive then Government would take the matter into its own consideration. Now this is a line of argument which Lord Northbrook did not adopt when he vetoed the municipality bill. Indeed if this argument were followed every measure, however obnoxious could be supported. It is well known that when this dangerous Code was introduced, Magistrates and Commissioners were warned to introduce the thin end of the edge very carefully. The Commissioners have frankly admitted that they impressed upon their subordinates to enforce the dangerous provisions of the law very sparingly and so it was sparingly used. A fully armed individual to let loose in a peaceful society if not allowed to use his weapons may not do much mischief, but then what is the use of arming him so dreadfully and keep the people under constant apprehension ? What have the people of India done ? Why this inhuman treatment to a peaceful people ? Then it is distinctly stated that the weapons will be unsheathed by and by. And if Lord North-brook failed to relieve the people from this dreadful law which like a nightmare has been oppressing the people, where shall we find a Lord Northbrook again ? Lord Northbrooks are not to be had at the picking, but the probability on the contrary is that our next ruler shall be of the Mayo class. The policy of England is to send us good Governors when the loyalty of the people has been sorely tried by the oppressive acts of successive bad Governors. We may not expect again a good Governor within 12 years to come.

The amended Code was passed yestarday and the matter ended there. Some improvements were made no doubt but further modifications of the code during the present Goverument can scarcely be expected. We are not ungrateful for what has been done but the Magistrates remain as omnipotent as ever and may Heaven defend the quiet people of India from those men in power who think that the best way to govern a people is to keep them constantly in jail

But if the Criminal Procedure Code was the work of Lord Mayo's Government is not the present bill entitled High Court Criminal Procedure Bill entirely Lord Northbrooks. The Government of Lord Northbrook was never fond of forging laws, and how did this mania seize the present Government ? Mr. Hobhouse was pronounced by H. H. Vizianagram as the wisest and best of all jurists in the world. We do not keep acqaintance with all the jurists in the world, neither do we possess the talents to be able to fathom their attainments, so we cannot precisely say with Vizianagram, what position Mr. Hobhouse holds in the ranks of jurists, but this much we know that he is the most popular of all jurists that came into the country and that he is not only an eminent jurist but a good man and has the good of the people at heart. The law member has not done much work and it is precisely on that account that he is so liked and respected. Now a days a new measure in other countries means one step towards progress, but in India a new measure means a new source of oppression and none is a better friend of India than one who chooses to allow the people some rest. Mr. Hobhouse gave that rest ; he was not ambitious like Mr. Stephen to leave a (in) famous name behind by destroying every thing old and finding new ones in its stead. He sacrificed that natural ambition to the good of the alien people whom he was come to give law to. Such is the present law member of India and we can scarcely understand why that same individual is now trying to deviate from the path he adopted by forcing a law in the Presidency Towns unnecessarily.

The object of this bill is to introduce certain sections of the Criminal Procidure Code in the Presidency Towns. When this bill was first announced we did not choose to take any notice of it. We had an object to serve. There is party feeling in every community and there is party feeling amongst the native press. When we first raised a hue and cry against the Criminal Procedure Code, there were members of the native press who not choosing to support us actually impolitically espoused the cause of that dreadful measure. We were quite willing to follow others and we waited patiently for one of our contemporaries to take the lead. The result was quite contray to our expectations. The *Bengallee* first sounded the note of, not alarm, but joy and was very glad that the *Amritabazar Puttrika* would be deeply disappointed to hear that trial by jury was going virtually to be abolished from the Presidency Towns also. To this remark of our contemporary the *Sadharani* remarks that the *Bengallee* has no cause to triumph when a privilege is taken from the hands of the people. The *Bengallee* has not however committed itself ; but the *Patriot* has unreservedly confessed that it would be very glad to see trial by jury abolished from the Presiuency Towns. Our other contemporaries have not as yet spoken on the subject. But it was not solely an account of that we kept silent. The English Press and the Hindoo Press can rarely pull together, they indeed are generally at variance with each other unless when the native Press unthinkingly follows the lead of the English Press as it did in the case of income tax. This bill affected the interests of Europeans and natives alike and we were anxiously expecting to see the English Press protesting against it. We thought we might make the Europeans likewarm in the matter by going too early in the field and by showing too much zeal. But the Asiatic climate, which it is said favors despotism, has already told upon the feelings and opinions of Anglo-Indians. They are already half asiatics. The *Friend of India* remarks anent this bill : "The time was when a measure like that which has been before the public since 1871 to regulate the administration of criminal justice in the High and Police Courts, would have called forth prolonged and angry discussion. We are wiser now. The only opposition to the bill will probably come from the barrister Judges who like old paths." Yes the time was, and they are wiser now. These wise men have come to know that it is better to be slaves with the natives than to enjoy freedom with them. As soon as they touch Indian soil they surrender the innate privileges of a Briton that they might trample upon the liberties of the people. They are wiser now and have come to know that it is of little moment to them whether the law enacted be good or bad so long as it is administered by white men. They very well know that when a law is enacted dangerous in its tendency, it is not meant for them. What is to them if trial by jury is abolished since judges like their juries belong to their own country ; abolish trial by jury and bring them under the jurisdiction of native Judges and then see the *tamasha* how these wise men will raise a howl and talk of their rights as a Briton and so forth.

বিজ্ঞাপন।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি পরগণা আনুরপুরে মৃত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের যে বিভক্ত অর্দ্ধেক অংশ আছে উক্ত অংশ পত্তনি বন্দবস্ত কর হইবে। ঐ অংশে নিম্ন লিখিত ডিহি সকল আছে।

ডিহি আজিমউল্লাপুর	ডিহি বেরাবাড়ী
,, সুহাই	,, বিষ্ণুপুর
,, বোরা	,, রঙ্গপুর
,, কোতরা	,, নয়াপাড়া
,, রোহন্দ	,, ফুলতি
,, চন্দ্রপুর	,, বামনডাঙ্গা
,, দিয়াড়া	,, চন্দিগরি
	,, কাদমবগাচি

উপরোক্ত ডিহি সকলের বার্ষিক আদায়ী জমা ৮৯৩৯৷৷৵১৪৸ টাকা ও পুলিষ চার্য্য সমেত গবর্ণমেণ্টের খাজানা ২৬১২৮৷৵৬৷৷ টাকা। সমুদয় অংশ অথবা প্রত্যেক ডিহি বন্দবস্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

এ সম্বন্ধে আর আর বিবরণ জানিতে হইলে কলিকাতায় ওলড্ পোষ্টাফিস ষ্ট্রিট-স্থিত অ্যাটর্ণী য়্যাট লা বাবু দীননাথ বসুর নিকট অথবা কলিকাতার ২নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রিটস্থিত এই সম্পত্তির মালিকদিগের এজেণ্ট বাবু কাশীনাথ বিশ্বাসের আফিসে জানা যাইতে পারিবে।

বলাগড়িস্থ উচ্চ শ্রেণীর সাহায্যকৃত ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য। মাসিক বেতন ৬০।

বলাগড়ি স্কুল রা মে, ১৮৭৪। } শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লম্পাদক।

সংবাদ।

—কাবুলের আমীর বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহার সৈন্য দলের উন্নতি করিতেছেন, কিন্তু যাকুব খাঁকে যাবৎ তিনি হস্তগত না করিতে পারিবেন তাবৎ তাঁহার ভদ্র নাই।

—উকালতি পরীক্ষার ফল গত কল্যের গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে ৯৮ জন ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৫৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—মান্দ্রাজের এক খানি কাগজে এই কৌতুহল বিষয়টি প্রকাশিত হইয়াছে। যখন সার রবর্ট ষ্টেঞ্জ মান্দ্রাজের চিফ জাষ্টিস ছিলেন তখন তৎকালীয় গবর্ণরকে সুপ্রিম কোর্ট সমন করেন। গবর্ণর সমন অগ্রাহ্য করাতে চিফ জষ্টিস বলেন 'গবর্ণর কে? তিনি কতক গুলি বণিকের অর্থ ভোগী চাকর বই নয়, কিন্তু আমি রাজার প্রতিনিধি।' এই কথা বলিয়া এক দল বেলিফকে গবর্ণরকে ধরিয়া আনিতে তাহার বাটিতে পাঠাইয়া দেন। গবর্ণর তাহার শরীর রক্ষক গণকে হুকুম দেন যে, কোন বেলিফ তাহার বাটি মুখ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা তাহাকে ধৃত করে। তিনি আরো সব ত্রেজারকে বলিয়া পাঠান যে চিফ জষ্টিসের বেতনের বিল গ্রাহ্য না করেন। প্রধান বিচারপতি আর বেশী আড়ম্বর না করিয়া অমনি থামিয়া যান।

—আমেরিকার অন্তর্গত নিউহেবেনে একটি চুরট প্রস্তুত করা হইয়াছে। উহার দৈর্ঘতা সাত ফিট, পরিধি এক ফিট ও ভারত্ব পনর সের। কঙ্গ্রেসের সভাপতিকে এটি উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে।

—ইউরোপের মধ্যে লম্বারডির অন্তর্গত সম নামক স্থানের সাইপ্রেস বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহা জুলিয়াস সিজারের সময় পৃথিবীতে প্রকাশমান হয়, সুতরাং এখন উহার বয়স প্রায় সোয়া উনিশ শত বৎসর। বৃক্ষটির উচ্চতা এক শত ছয় ফিট এবং মাটি হইতে এক ফুট উপরে উহার পরিধি কুড়ি ফিট।

—প্রাচীন কালের এই রূপ একটি গল্প প্রচলিত আছে। কোন যুবক বহু বিবাহ অপরাধে বিচারালয়ে আনিত হন। তিনি তাহার পক্ষ এই রূপে সমর্থন করেন। 'বিচার পতি মহাশয় গণ, সত্য আমি অনেক গুলি স্ত্রী বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে আমি এরূপ করিয়া প্রশংসার কার্য্য করিয়াছি কি না। অবশ্য যদি এক ব্যক্তি একটি জিনিষ ভাল বিবেচনা করিয়া খরিদ করেন এবং উহা তৎ বিপরীত দেখিতে পান তবে উহা উপেক্ষা করিবার তাহার সম্পূর্ণ দাবি আছে। আমি দেখিলাম যে আমার প্রথম স্ত্রী কলহ প্রিয়, দ্বিতীয়টি অকর্ম্মণ্য, তৃতীয়টি বিশ্বাসঘাতিকা, চতুর্থটী পোষাক প্রিয় ইত্যাদি। এক্ষণ আমি আর কিছু চাহি না, একটি উত্তম স্ত্রী পাইলেই সন্তুষ্ট হই।' বিচারপতিগণ এই নূতন তর্কে দিশাহারা হইয়া গেলেন। তাহারা অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিলেন, যেহেতু পরলোক ভিন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রী লোক পাওয়া সম্ভাবিত নয়, অতএব প্রতিবাদীকে উক্ত লোকে স্ত্রী অন্বেষণের নিমিত্ত পাঠান কর্ত্তব্য, সুতরাং তাহার মস্তক ছেদন করা হউক।

—এক খানি আমেরিকান পত্রিকা বলেন যে, নিম্ন লিখিত উপায়ে বিনা জলে দশ কি ততোধিক দিন মৎস্য জীবিত রাখা যাইতে পারে। ব্রাণ্ডিসিক্ত রুটির টুকুরা দিয়া মাছের মুখ পূর্ণ করিতে হইবে এবং কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডি উহার তল পেটে ঢালিয়া দিতে হইবে। এই রূপ করিলে উহা জীবন শূন্য বোধ হইবে। এই অবস্থায় প্যাক করিয়া উহা স্থানান্তরে প্রেরণ করা যাইতে পারে। পুনরায় জলমগ্ন করিলে উহা কিছু কাল মধ্যে জীবিত হইয়া উঠিবে।

—দুই বৎসর অতীত হইল হেলার সাহেব ও তাঁহার ভগ্নি অদ্ভুত ২ কাণ্ড দেখাইয়া কলিকাতার লোকদিগকে চমকিত করেন। আপাতত তাঁহারা ইংলণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং ইংলণ্ডের সংবাদ পত্র সমূহ তাহাদের কার্য্য সমুদায় প্রকাশ করিয়া বিস্তর প্রশংসা করিতেছেন। হেলার সাহেব বলেন যে প্রেতাত্মার সাহায্যে তিনি এই সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়া থাকেন। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস সংবাদ পাইয়াছেন যে আগামী শীতকালে হেলার সাহেব ও তাঁহার ভগ্নি কলিকাতায় আসিবেন।

—বোম্বাই গেজেট বলেন যে মাঞ্চাষ্টারের কতক গুলি বণিক একত্র হইয়া ভারতবর্ষে কতক গুলি সুতার কল স্থাপন করিবেন। ইহাদের মূল ধন ত্রিশ লক্ষ টাকা। নীল কর চাকর ও কাফিকর দিগের অত্যাচার মনে হইলে এটি আমাদের শুভ সংবাদ বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু আমাদের দেশীয়গণ যদি সুবোধ হন তবে এই বণিকগণ দ্বারা দেশের বিস্তর উপকার করিয়া লইতে পারেন।

—মাঞ্চাষ্টারের বণিক সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষের নিমিত্ত কলিকাতায় এক লক্ষ টাকা প্রেরণ করিতেছেন।

—সিমন্ডস নামক এক জন সাহেব ইন্দুরের ব্যবসায় করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন ইন্দুরের চামড়া ও লোমে উত্তম টুপি, দস্তানা ও অন্যান্য পোষাক প্রস্তুত করা যায়। কর্ণওয়ালের এক ব্যক্তি ইন্দুরের চামড়া দিয়া একটি সম্পূর্ণ পোষাক প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতেছেন। এমন কি তাহার জুতা পর্য্যন্ত উহা দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। এই পোষাকটি করিতে তাহার ৬৭০টি ইন্দুর বধ করিতে হইয়াছিল। ফ্রান্সে অনূন দুই শত কোটি ইন্দুর আছে। ইহারা প্রতি বৎসর চারি কোটি টাকার জিনিস নষ্ট করে। এই নিমিত্ত এই উৎপাত গুলি যাহাতে নষ্ট হয় তৎ পক্ষে ফ্রেঞ্চ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্নশীল। কসাইয়েরা যেখানে পশু হত্যা করে সেখানেই বিস্তর ইন্দুর যাইয়া জোটে। সুতরাং ইহাদিগকে সহজে নষ্ট করা যাইতে পারে। ফ্রান্সের একটি কসাইখানায় মাসে২ ষোল হাজার ইন্দুর হত হয়। কিন্তু ফ্রান্সে ইন্দুরে একটি উপকার করে। প্যারিসে একটি বেষ্টিত স্থান আছে। যে সমুদয় জন্তু মরিয়া যায় তাহার মৃত দেহ এখানে জমা করা হয় এবং উহার হাড় গোড় বিক্রি করা হয়। কিন্তু হাড় গুলি পরিস্কার করা চাই। হস্তের দ্বারা উহা করিতে গেলে অনেক ব্যয় ও সময় লাগে। এই নিমিত্ত ঐ স্থানে ইন্দুর ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং উহারা হাড় হইতে মাংস দন্ত দ্বারা কাটিয়া আহার করে ও হাড় গুলি পরিস্কার করিয়া ফেলে। কিন্তু মাঝে২ ইন্দুরের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়া পড়ে যে কখন২ উহার কতক কতক নষ্ট করিয়া ফেলার আবশ্যক হয়। ফ্রান্সে লোক ইন্দুরের মাংস ভক্ষণ করে, চামড়াও ব্যবহার করে, সুতরাং এই মৃত ইন্দুর গুলি দ্বারা বিলক্ষণ লাভ হয়। কিছু দিন হইল সিন্ধু প্রদেশের কমিসনার এই রূপ একটি আদেশ প্রচার করেন যে, যে কোন ব্যক্তি বারটী ইন্দুর বধ করিতে পারিবে তাহাকে দুই আনা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে। হত্যাকারী ইন্দুরের শরীরটি রাখিতে পারে কিন্তু লেজটী কমিসনারকে দিতে হইবে। চীন দেশে ইন্দুরের মাংস অতিশয় সুস্বাদু বলিয়া গণ্য। সুতরাং কারাচী হইতে হংকঙ্গে নোনা ইন্দুরের ব্যবসায় করিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে। প্রায় ৭০ লক্ষ ইন্দুর বধ করিয়া ও উহার ভিতর লবণ পূরিয়া এক খানি জাহাজ বোঝাই করা যাইতে পারে। এবং সিমনড্স সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে চিন দেশে এই রূপ এক খানি জাহাজ লইয়া গেলে খরচ খরচা বাদে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

—বোম্বাইবাসীরা যে বাঙ্গালীদের অপেক্ষা কাজের লোক তাহার দৃষ্টান্ত পদে পদে পাওয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীরা হয় সিবিল সারবিস আর নয় বারিষ্টারীর নিমিত্ত বিলাত গমন করেন, কিন্তু বোম্বাইয়েদের অনেকে কিরূপে সুতা প্রস্তুত ও বয়ন করে ইহাই শিখিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন। সম্প্রতি এক জন যুবক এই উদ্দেশে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

—পাওনিয়ার বলেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সমূহে যে দশ হাজার খচ্চর ও ঘোড়া ক্রয় করিবার কথা হয় তন্মধ্যে প্রায় চৌদ্দ শত খচ্চর ও বাইশ শত পোনি ঘোড়া খরিদ হইয়াছে। গড়ে প্রতি খচ্চরে ৬০ টাকা এবং প্রতি ঘোড়ায় ২৩ টাকা পড়িয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আবিসিনিয়া যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্ট যে খচ্চর গুলি কেনেন তাহা চুপ করিয়া বসিয়া খাইতেছে। ইহারা গবর্ণমেণ্টের কোন কাজ করে না কেবল অর্থ ধ্বংশ করিতেছে। শুদ্ধ পুনাতেই আবিসিনায়ার দরুন এক হাজার খচ্চর রহিয়াছে। এই সমুদায় খচ্চর দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থানে প্রেরিত হইলে অনেক গুলি টাকা বাঁচিত, কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্টের ত আর ঘর থেকে টাকা দিতে হয় না, মরতে আমাদেরই মরণ।

—প্রসিদ্ধ যাদুকর হোসেন খাঁ বেনারসে অদ্ভুত কাণ্ড সকল দেখাইতেছেন। কলিকাতার অনেক বড় বড় লোক ইহার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় জ্ঞাত আছেন। সম্প্রতি বেনারসে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট তিনি এই কয়েকটি বিষয়ের সংঘটন করেন। তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে একটি অঙ্গরী মুষ্টির মধ্যে ধরিতে বলেন। একটু পরে তাহাকে মুষ্টি খুলিতে বলা হয়, কিন্তু অঙ্গরীর পরিবর্ত্তে একটি সুপারী তাহাতে দৃষ্ট হইল। আর এক জনকে হস্ত প্রসারিত করিতে বলা হয়, হোসেন খাঁ কোন অজ্ঞাত প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দুই তিন বার আহ্বান করিলে শূন্য হইতে একটি কমলা নেবু উক্ত ব্যক্তির প্রসারিত হস্তে পতিত হইল। কমলাটি কাটিবার নিমিত্ত এক খানি অস্ত্র চাওয়া হইল, অবিলম্বে প্রথম ব্যক্তির অঙ্গুরীটি আসিয়া তাহার হস্তে পড়িল! হোসেন খাঁ বলিলেন আর কোন ব্যক্তি কোন ফল চান কি না। এক জন একটি তরমুজ চাইলেন। অমনি একটি বৃহদাকার তরমুজ আসিয়া উপস্থিত। এক জন ইংরেজ দর্শক কতক গুলি কুল চাইলেন, অমনি এক ঝুড়ি কুল পড়িল। একটি বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে এ সমুদায় জুয়াচুরী, তবে হোসেন খাঁ যদি এই অসময়ে পাকা কাঁঠাল আনিতে পারেন, তবে তিনি হোসেন খাঁকে অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করেন। হোসেন খাঁ তাঁহার প্রেতাত্মাকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অসময়ে কাঁঠাল উপস্থিত করা প্রেতাত্মার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হোসেন খাঁ অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে একটি বৃহৎ কাঁঠাল হোসেন খাঁর দক্ষিণ স্কন্ধে ধপাৎ করিয়া পড়িয়া তাহাকে বিলক্ষণ আঘাত করিল। হোসেন খাঁ বলিলেন যে অকালে কাঁঠাল পাওয়ায় প্রেতাত্মা তাহার উপর বিরক্ত হইয়া ছিলেন এবং তাহার স্কন্ধের উপর উহা ফেলিয়া দিয়া তাহাকে অন্যায় আকুটির নিমিত্ত শাস্তি দিলেন। আমরা শুনিলাম কলিকাতার কোন কোন ব্যক্তি হোসেন খাঁকে কলিকাতায় আনার চেষ্টায় আছেন।

—জমিদার বাবু নিত্য গোপাল সিংহ ও গৌর গোপাল সিংহ লিখিয়াছেনঃ—"বীরভূমের অধীন পাঁচথোপী গ্রামে অদ্য ২। ৩ বৎসর হইল অগ্নি দাহে লোক দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। একে এই দুর্ভিক্ষানল ভীষণাকারে প্রজ্জলিত হইতেছে, তাহাতে আবার অগ্নি ভয়ে লোকে সর্ব্বস্বান্ত। গত বুধবার দিবসে তিন বার অগ্নিদাহ হয়। উক্ত অগ্নিদাহে গৃহস্থদের অনেক টাকার চাউল ও ধান্য ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। মহাশয় এই অগ্নিদাহ কতক গুলি দুষ্ট লোক দ্বারা হইতেছে। বদ মাইস গণ গলি গলি ভ্রমণ করত কখন কোন অবসরে স্বকার্য্য সম্পাদন করে তাহা ধরা কঠিন। এক্ষণে এ জেলাস্থ শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট মহোদয় যদি পুলিশ দ্বারা এই অহিতকর কার্য্যটী নিবারণ করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।"

—একখানি চীন পত্রিকায় এক রূপ অদ্ভুত বিচার প্রণালীর বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রী ও স্ত্রীর উপপতিকে হত্যা করে। স্ত্রী যে ভ্রষ্টা ছিল ইহা সপ্রমাণ করিবার প্রথা এই। স্ত্রী এবং তাহার উপপতির মস্তক একটি জলের গামলায় ভাসাইয়া দিতে হয়। যদি দুটি মুণ্ড মুখ মুখী হইয়া ভাসিতে থাকে তবে স্ত্রীর দোষ সপ্রমাণ হইল এবং তাহার স্বামীকে শুদ্ধ বেত্রাঘাত ও বিশ হাজার টাকার পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিতে হয়। যদি মুণ্ড দুটি অন্য রকমে ভাবে তবে স্বামীকে হত্যার অপরাধে বিচারাধীন আসিতে হয়।

—মেলবিল সাহেব যিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেক আব্দুল রহমন নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কর্ম্ম চ্যুত হইয়াছেন। দূষিত চরিত্রের নিমিত্ত ইহাকে কর্ম্ম হইতে বরতরফ করা হইয়াছে।

—সার রিচার্ড টেম্পল আপাতত মুঙ্গেরে তাঁহার হেড কোয়াটার করিবেন।

——

সমালোচনা।

বঙ্গ ভূষণ—চতুর্দ্দশ পদী কবিতা। শ্রীরাজ কৃষ্ণ রায় বিরচিত। এই গ্রন্থে বাঙ্গলার মৃত বড়২ লোকের উদ্দেশে এক একটী কবিতা উৎসর্গ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রত্যেক ব্যক্তির এক একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী কবিতার নিম্নে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার বলেন যে নিত্যানন্দ 'চৈতন্য দেবের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন!' গণিত শাস্ত্রবিৎ শুভঙ্করের উদ্দেশে যে কবিতাটী লিখিত হইয়াছে তাহার প্রথম পদটী এইঃ—'ভয়ঙ্কর! শুভঙ্কর ছিলে বাঙ্গলায়,' অনুপ্রাস ভিন্ন শুভঙ্কর ও ভয়ঙ্করে যে আর অন্য কি সম্বন্ধ আছে, কবিতা পড়িয়া আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থে একটি পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলার জীবিত বড়২ পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্দেশে কোন কবিতা উৎসর্গ করার আজও সময় হয় নাই। এই স্ত্রী পুরুষ গণের মধ্যে আমরা কৈলাস বাসিনী দেবী ও মীর মসার রফ হোসেনের নাম দেখিলাম। ইঁহারা বোধ হয় আমাদের গ্রন্থকারের ন্যায় কোন পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া থাকিবেন এবং তাহাতেই বড়২ লোকের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন করে না, কেননা তিনি কবিতা লেখেন নাই, জীবন চরিত লিখিয়াছেন। যদি তিনি কবিতা লিখিতে গিয়া থাকেন, তবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

সুখ মরীচিকা। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেন যে তিনি তাহার কএকটী বন্ধুর অনুরোধে তাঁহার এই পুস্তক খানি নানা ছন্দোবন্ধে লিখিয়া বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 'সুখ মরীচিকা' বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক হয় নাই। জীবনের সকল সুখই যে মরীচিকাবৎ, এরূপ জ্ঞানোদয় মানুষের বৃদ্ধ কালেই হওয়া উচিত। সংসার অনিত্য, এ জীবন কিছুই নহে, ইত্যাদি ধর্ম্মোপদেশ গুলি বালকেরা পাইলে তাহাদের কোন কাযেই উদ্যম থাকিবে না, গ্রন্থকারের পুস্তক ও কেহ পড়িবে না। আবার আমরা মিনতি করিয়া বলি যে যোগেন্দ্র বাবু উদ্যম শূন্য, চাকরী প্রিয় অধিক বয়স্ক বাঙ্গলীদিগকে আর তাঁহার 'বণিকের উক্তি' শুনাইবেন না। দেশ হিতৈষী লোকেরা বাঙ্গালী দিগকে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত করিবার যত্ন করিতেছেন এমন সময় বণিক যদি বলে যে 'বৃথায় অন্বেষ সুখ নিকটে আমার' তাহা হইলে, একে চায় আরে পায়, অলস ও অকর্ম্মণ্য বাঙ্গালী মনের সুখে ঘুমাইতে আর কোন কষ্ট বোধ করিবে না। যোগেন্দ্র বাবু যদি কবিত্ব শক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে তাহা অন্য দিকে পরিচালনা করুন।

স্বর্ণলতা নাটক। শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এ নাটক খানি উচ্চ শ্রেণীর নাটক নহে, কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া আমরা বিরক্ত হই নাই। গ্রন্থকার মাঝে মাঝে যে ইংরাজি পদ গুলি সন্নিবেশিত করিয়া দেন তাহা আমাদের ভাল লাগিল না। মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতায়' ও রায় দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশীতে' যে ইংরাজি আছে তাহার সার্থকতা আছে। 'স্বর্ণলতায়' ইংরাজি না দিলেও চলিত।

——

প্রেরিত।

আসামের রাজধানী।

এই ক্ষণ আসামের জন্য এক জন চিফ কমিশনর নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার শাসন প্রণালী কিরূপ তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু তিনি গৌহাটী হইতে হেড কোয়াটর উঠাইয়া শিলঙ্গ গিরিতে স্থাপনের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা যে লোকের অমঙ্গলকারী হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রস্তাবের সংবাদ পাইয়া গৌহাটীর অন্যূন ৫০০ শত ভদ্র লোক এক বাক্য হইয়া প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত না করিবার পক্ষে চিফ কমিশনর মহোদয়ের নিকট আবেদন করেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া ছেলে ভুলানের মত একটি অসঙ্গত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। আবেদনের স্থূল মর্ম্ম এই। "শিলঙ্গ গিরিতে হেড কোয়াটার নিলে চাকুরিয়াদের ক্লেশ হইবেই, তদ্ব্যতিরেকে অপর সাধারণ প্রজারও অসুবিধা হইবে। শিলঙ্গ অতিশয় শীত প্রধান স্থান। সেখানে আসাম বাসী কি অন্যান্য ভারতবাসী চিরকালের জন্য বাস করিতে পারে না। শিলঙ্গ গমনাগমনের জল পথ কিম্বা উপযুক্ত স্থল পথ নাই। এ দেশে স্বইচ্ছায় কার্য্য করে এমন কুলি মজুর পাওয়া দুর্ল্লভ, সুতরাং লোকের তথায় খাদ্য সামগ্রী পাঠান দুরূহ হইবে। সাহেবেরা স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহা ডেপুটী কমিশনর দ্বারা ধরিয়া আনা বেগার কুলির দ্বারাই হইতেছে। শিলঙ্গে খাদ্য সামগ্রী অত্যন্ত মহার্ঘ। সেখানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পর দেশীয় লোকের উপজীব্য বস্তুর আমদানীর অসুবিধা জন্য আরও মহার্ঘ হইবে এবং সর্ব্ব সাধারণ লোকের তাহা ক্রয় করা সুকঠিন হইবে। মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত কোন বিষয়ে নিম্ন ভূমিস্থ যাহাকে তথায় যাইতে হইবে তাহাদেরও ক্লেশের অবধি থাকিবেক না। নির্জ্জন পথে সম্বল ফুরাইলে উপবাসই গতি হইবে। রাত্রে অতিথি হইবার স্থান পাইবেক না এবং সরকারী ঘরে যে স্থান পাইবে তাহার জন্য প্রত্যহ এক টাকা করিয়া দিতে হইবে। আসামবাসীগণ প্রায়ই নির্ধনী। কোন প্রকারে কালাতিপাত করিতেছে, এমতাবস্থায় মোকদ্দমার ব্যয় পথের খরচ দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবেক না। হেড কোয়াটর শিলঙ্গে উঠিয়া গেলে পর আসামের বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে, ফলতঃ অনেক ব্যবসায়ী মারা পড়িবে। গত ৫০ বৎসরাবধি গৌহাটী আসামের রাজধানী স্বরূপ হইয়া আসিতেছে, ইহার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দেখা যাইতেছে। গৌহাটীতে চারি দিক হইতে গমনাগমনের জল পথ, স্থল পথ উভয় আছে। এখানে কি আসামীয় কি বাঙ্গালী কি হিন্দু স্থানী সকলেরই সুবিধা। কিন্তু এই রূপ সুবিধার কিয়দংশও শিলঙ্গে দেখা যায় না। সুতরাং শিলঙ্গ অপেক্ষা গৌহাটীতে রাজধানী হওয়ায় শ্রেয়ঃ। অর্থ ব্যয় সম্বন্ধেও শিলঙ্গে রাজধানী উঠাইয়া লওয়া অনুচিত। কাছারী সমূহের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করণে এবং শিলঙ্গকে রাজধানীর উপযোগী করিতে অনেক অর্থের ব্যয় হইবে। কিন্তু তাহার চতুর্থাংশ ব্যয় করিলেই গৌহাটী একটী চমৎকার নগর হইবে। গৌহাটীর বিপক্ষে এই মাত্র বক্তব্য যে ইহা গ্রীষ্ম কালে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের পক্ষে উষ্ণতা জন্য তত সুখকরী নহে। যে সকল কর্ম্মচারী

এই উদ্ধতা সহ্য করিতে অসমর্থ কিম্বা অনিচ্ছুক তাহারা ভূতপূর্ব্ব কমিশনর কর্ণেল হাপকিনসনের ন্যায় নিদান গ্রীষ্মকালটা শিলঙ্গ গিরিতে অতিবাহিত করিতে পারেন।" এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে চিফ কমিসনর মহোদয় লিখিয়াছেন "শিলঙ্গ গিরিতে রাজধানী উঠাইবার কারণ ইউরোপীয়দের সুখের জন্য নহে, কাছাড আসামের ভুক্ত হওয়াতে শিলঙ্গ সর্ব্ব মধ্য স্থান হইয়াছে। আসামের নিম্ন ভূমি অপেক্ষা শিলঙ্গ পর্ব্বতের পথ নির্ম্মাণ করণে অল্প ব্যয়ের আবশ্যক, এবং ইহাতে সহজে ঘর পাওয়া যায়। গৌহাটীতে ঘর নির্ম্মাণ করণে শিলঙ্গ অপেক্ষা বিস্তর খরচ লাগে। এতাবৎ কারণ বশতঃ এবং তোমাদের দর্শীত অপরাপর কারণ বিবেচনা করিয়া তোমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারি না।"

মহাশয়, কাছাড আসামের সহিত সংযোগ হওয়াতে শিলঙ্গ কি প্রকার মধ্য স্থল হইল আমরা বুঝিতে পারি নাই। যাহারা উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত দেশের মানচিত্র দেখিয়াছেন, তাহারা এ কথা স্বীকার করিবেন না। ডাক পথ দিয়া শিলঙ্গ হইতে কাছাড়ে গেলে ১৪২ মাইল হয়, কিন্তু আসামের পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া যাইতে হইলে ৪২৩ মাইল হয়। আবার পশ্চিম দিকে ধুবড়ি পর্য্যন্ত যাইতে হইলেও ১৯৩ মাইল হয়। শিলঙ্গ হইতে ভোটান দ্বার কত দূরে তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমান হয় কামরূপের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত ১২০ মাইলের ন্যূন হইবে না; দরঙ্গ জেলার উত্তর সীমা ইহার দ্বিগুণ হইতেও অধিক হইবে। তবে কি প্রকার শিলঙ্গ মধ্য হইল? জন সংখ্যা বিষয়েও তাহা হইতে পারে না, খাসিয়া ও জণ্টিয়া পর্ব্বতের জন সংখ্যা প্রায় ১৪২৮০০, কাছাডের ২০৫০০০, কেবল কামরূপেরই ৫৬২০০০, এবং সমুদায় আসামেরও গারো ও নাগা পার্ব্বত্য দেশের জন সংখ্যা প্রায় ২২,০০,০০০ হয়। অতএব জন সংখ্যার জন্যও শিলঙ্গ মধ্য স্থল হয় না। বলিতে গেলে গোহাটীও সর্ব্ব মধ্য স্থান হয় না। কিন্তু মধ্য স্থান না হইলেও গৌহাটী শিলঙ্গ অপেক্ষা অন্যান্য জেলার নিকট হয়। এবং চারিদিগে সুবিধা থাকার জন্য সে অল্প ব্যবধান থাকে তাহার দ্বারা অনিষ্ট হইতে পারেনা। পথ নির্ম্মাণের ব্যয় শিলঙ্গ অপেক্ষা গৌহাটীতে অধিক হইতে পারেনা। শিলঙ্গের পথ নির্ম্মাণের জন্য হাজার ঘন ফুটে ৪॥০ সাড়ে চারি টাকা হিসাবে ঠিকাদারকে দেওয়া যায় কিন্তু নওগাঁও, দরং, কামরূপ, গোওয়ালপাড়া প্রভৃতি জিলাতে হাজার ফুটে ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা মাত্র দেওয়া গিয়া থাকে। গৃহ নির্ম্মাণ পক্ষেও প্রায়ই সেইরূপ। শিলঙ্গে যত ঘর প্রস্তুত হয় তাহা ভগ্ন পাথর ও কাদা দ্বারা গঠিত হয়; কিন্তু গৌহাটীতে পাকা ইঁট ও চুন শুর্‌কি দ্বারা হইয়া থাকে, কাদার দ্বারা পাকা ইঁট গঠিতে গেলে শিলঙ্গে পাথর ও কাদার কর্ম্মে যত খরচা পড়ে গোহাটীতেও তাহাই পড়ে। শিলঙ্গে ১০০ মন ফুটে পাথর ও কাদার কর্ম্মে ১৫ টাকা ব্যয় হয় গৌহাটীতেও পাকা ইটা ও কাদার কর্ম্মে ১৫ টাকার অধিক খরচ পড়েনা। কিন্তু ভাল ২ ইঞ্জিনিয়ার দের দ্বারাই জানা যায় পাকা ইটা নরম পাথর হইতে ভাল হয়, কায শুদ্ধ হয় এবং লেপনা কার্য্যে অল্প মসালা খরচ হয়। আবার গৌহাটীতে সামান্য লোক থাকনের জন্য সে ঝুপড়ি বান্ধিতে ৫৲ টাকা লাগে শিলঙ্গে তাহার জন্য ৩০ টাকা দিতে হইতেছে। ইহা অপেক্ষাও দিন দিন দর বাড়িতে থাকিবে। অল্প শ্রম জীবি লোকের মধ্যে বিস্তর বসতি হইলে ইহাই সচরাচর ঘটিয়া থাকে। তাহার উদাহরণ খাসিয়া পর্ব্বতে যে জ্বালানি কাট ১০ বৎসর পূর্ব্বে দু পয়সায় পাওয়া গিয়া ছিল তাহার মূল্য এইক্ষণ ৵ আনা হইয়াছে।

আসাম গোহাটি } একান্ত বশম্বদ
২৫এ এপ্রেল ১৮৭৪ } শ্রীমি, আ।

বাঙ্গলা সংবাদ পত্র।

সংবাদ পত্রের যতই বাহুল্য প্রচার হয় ততই দেশের মঙ্গল, এই কথাটির যথার্থতা যদিও অনেকে স্বীকার করেন বটে, কিন্তু আমার মতে সম্পূর্ণ অনুমোদনীয় নহে, কারণ আজ কাল কতক গুলি সংবাদ পত্র যে রূপ জঘন্য ভাবে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে, সেই গুলি সত্বর ২ লীলা সম্বরণ করিলে পাঠক বর্গের আর অসার প্রলাপ বৎ কতক গুলি অদ্ভুত বাঙ্গলা পত্র প্রতি সপ্তাহে কি পক্ষে পাঠ করিয়া ত্যক্ত হইতে হয় না। এই শ্রেণীর কাগজ গুলি প্রকারান্তরে সমাজের ট্যাক্স, সৎ আবরণে বঞ্চনা, এবং ফাঁপা অহঙ্কারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। এই কাগজ গুলির সংখ্যা দুই চারি খানা হইলে আমরা তুচ্ছ করিতে পারিতাম, কিন্তু যখন দশ খানারও অধিক এবং দিন ২ বৃদ্ধিই পাইতেছে তখন আর একেবারে নির্বাক থাকা যুক্তি সঙ্গত নহে। এই পুটলী বান্ধার উপযোগী পত্রিকা গুলিতে ফলোপধায়িনী কিছুই নাই। সামাজিক বিষয় অনুসন্ধান করিতে যাও, দেখিবে, এক আধ কলম ঈর্ষা পূর্ণ সাম্প্রদায়িক কথা। পলিটিকেল সম্বন্ধে দেখিতে গেলে কেবল বড় ২ পত্রিকার অস্পষ্ট ছায়া নয়ন গোচর হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভণ্ডামির বাক্যাড়ম্বর ভিন্ন অধিক কিছু নাই। বিজ্ঞান সম্বন্ধে দেখিতে গেলে, ত্রিকোণ পৃথিবী, সপ্তদ্বীপ, দধির সমুদ্র, বত্রিশ হাত নর দেহ এই পাওয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে কেহ ২ আবার অপূর্ব্ব স্বাধীন চিন্তার চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক জন প্রস্তাব করিলেন যে গবর্ণর জেনারেলের পদের কোন প্রয়োজন নাই। আর এক জন প্রস্তাব করিলেন যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের প্রধান উপায় কলমী শাকের আবাদ করা, ইহার বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম! আর এক জন দেশ হিতৈষী সম্পাদক প্রস্তাব করিয়া বসিলেন যে ইংরেজেরা যে দিন প্রথম বাঙ্গলা অধিকার করিলেন সেই দিন একটি পর্ব্বাহ হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহাদের একটি অধিক অঙ্গ আছে। সেটির নাম "নিন্দা"। নীতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নিন্দুকের সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়ায়াছেন তাহা বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এই কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যে ব্যক্তির স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু দ্রব্য দ্বারা উদর পূর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই তাহার কাজেই নিজের তুষ খোষা যাহা আছে এবং অন্য হইতে চাল চিড়া যাহা কুড়াইয়া পায় তদ্দারাই উদর পূর্ণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই কাগজ গুলি স্বচ্ছল অবস্থার এবং উন্নত পদস্থ ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠের কাক। ঐ ব্যক্তি মদ খায়, ওখানকার জমিদার কর্ত্তব্য বিমূঢ়, ঐ লোক ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইয়া সাহেব দিগকে খানা দেয়, ঐ জমিদার পূজা উপলক্ষে বাই খেমটা নাচাইয়া টাকার শ্রাদ্ধ করেন, ওখানকার রাস্তা গুলি অপরিষ্কার, পুষ্করিণী গুলি দাম পূর্ণ, স্থানীয় জমিদারগণ ভ্রমেও একবার চক্ষে দেখেন না; ঐ জমিদার দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদিগের নিকট হইতে অতিরিক্ত কর নেয়, অমুক ডিপুটি কাচারিতে তামাক খায়, অমুক জায়গায় মেজেষ্ট্রেট অমুক জমিদারের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছেন, অমুক স্কুলের মাষ্টারের মুখে কেমন কেমন গন্ধ করে, এই রূপ অকারণ তিলে তাল করা, ঈর্ষা মূলক নিন্দা ইহাদের সম্পাদকীয় এবং প্রেরিত স্তম্ভে দেখিতে পাইবে।

অন্তঃসার শূন্য পত্রিকা সম্পাদক ও পত্র প্রেরক মহোদয়গণ এই সকল নিন্দা পূর্ণ সংবাদ পত্রিকাস্থ করিয়া আপনারা জন সমাজের কি উপকার সাধন করেন? যাঁহাদের কর্ত্তব্য বোধ না আছে তাহারা কি কখন আপনাদের এই ঈর্ষা পূর্ণ নিন্দা দ্বারা চেতনা প্রাপ্ত হইবেন? যে ব্যক্তি কোন কাজ করিতে না জানে সে উৎকৃষ্ট আদর্শের অনুকরণে শিক্ষা করিয়া থাকে, ইংরাজী বাঙ্গলা অনেক উৎকৃষ্ট পত্রিকা আছে, সেই গুলি কি ধরণে লেখা হয় তাহা কি আপনারা চক্ষেও দেখেন না? মহাশয় গণ, বেজার হইবেন না, আপনাদের মত লোকের উনবিংশ শতাব্দীর বড় লোক দিগকে ঔচিত্য প্রদর্শন করিতে যাওয়া আর ডিঙ্গি নৌকার মাঝির জাহাজ চালাইতে যাওয়া উভয়ই সমান। আপনাদের যত সৎ সাহস, যত স্বাধীন ভাব, যত সত্যের দাসত্ব, যত সহৃদয়তা আমাদের জানার বাকি নাই। এক্ষণে আপনারা সম্পাদকের ব্যবসায় ছাড়িয়া অন্য কোন ব্যবসায় ধরুন,' তাহা হইলে আপনাদের পক্ষেও মঙ্গল, দেশের পক্ষেও মঙ্গল।

মুক্তগাছা } একান্ত বশম্বদ
৮ই বৈশাখ } শ্রী

মেমারির রাস্তা।

মহাশয়, মেমারি হইতে যে একটি রাস্তা বহির্গত হইয়া সাতগাছিয়া পর্য্যন্ত আসিয়া অবশেষে গবর্ণমেণ্টের অপর একটী রাস্তার সহিত সংমিলিতা হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বে এই নিয়মে ট্যাক্স আদায় হইত যে যদ্যপি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক খানি শকট অথবা শিবিকা আরোহির সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করতঃ আরোহিকে লইয়া অথবা না লইয়া পুনর্ব্বার সেই রাস্তায় আইসে তবে তাহার একবার টেক্স লাগিবে। কিন্তু এক্ষণে এক জন নূতন ব্যক্তি ট্যাক্স কণ্ট্র্যাকট লইয়া সেই নিয়মের বিপরীতাচরণ করিতেছেন। অর্থাৎ এই প্রকার স্থলে তিনি দুইবার মাস্থল লইয়া থাকেন। রাস্তা পূর্ব্বে যেরূপ কাঁচা ছিল এক্ষণেও তদবস্থায় আছে, তবে এরূপ অনিয়মে টেক্স আদায় হইবার অভিপ্রায় কি?

সন ১২৮১ সাল } একান্ত বশম্বদ
১৪ই বৈশাখ } শ্রীবি, এল, ঘোষাল
সাত গাছিয়া।

বিজ্ঞাপন।

কাশীখণ্ডের মূলটীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ ২০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকাকারে বর্ত্তমান বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাসুল /০ আনা। নিম্ন লিখিত ব্যক্তির নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

২৪ পরগণা, বাওয়ালী } শিবকৃষ্ণ মণ্ডল।
আচিপুর ডাকঘর } (২)

জ্ঞানাঙ্কুরে স্বর্ণলতা নামে যে উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া আমার নিকট ও হিন্দু হষ্টেলে শ্রীযুত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল ৵০ আনা।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যানিং লাইব্রারি।
কলিকাতা।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুয্যের গলি ২ নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।